Volume X 2021-22
Journal *of* History
ISSN 2321-0834

দেশভাগ, রাজনৈতিক হিংসা ও মহিলাদের মনস্তত্ত্বের উপর তার প্রভাব (১৯৪৬–৫২)

অভিরূপ সিন্‌হা
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, দেশপ্রাণ মহাবিদ্যালয় এবং পি.এইচ.ডি গবেষক,
ইতিহাস বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

এই শীর্ষক রচনায় মূল আলোচ্য বিষয় কীভাবে দেশভাগ পশ্চিমবঙ্গে আগত পূর্ববঙ্গীয় মহিলা শরণার্থীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল এবং কীভাবে দেশভাগের প্রভাব মহিলা মনস্তত্ত্বর উপর পরেছিল। সময়সীমা হিসাবে বাছা হয়েছে ১৯৪৬ থেকে ১৯৫২ এই পর্বটি। উক্ত সময়সীমাটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ১৯৪৬ এ নোয়াখালির দাঙ্গার পর পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীদের অভিপ্রায়ণ শুরু হয় এবং ১৯৫২ সালে দুই দেশের মধ্যে পাসপোর্ট ব্যাবস্থার সূচনার ফলে অভিপ্রায়ণের নতুন ধারা সূচিত হয়। আলোচনার সুবিধার্থে এই প্রবন্ধটিকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পর্বে আলোচিত হবে পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে শরণার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে। দ্বিতীয় পর্বে আলোচিত হবে মহিলা শরণার্থীদের ত্রাস ও মানসিক আঘাতের বিভিন্ন কারণ সম্বন্ধে এবং কীভাবে তা মহিলা শরণার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করেছিল সেই সম্পর্কে। অন্তিম পর্বে আলোচনা করা হবে কীভাবে দেশভাগের ফলে কলিকাতা ও তার লাগোয়া এলাকায় শরণার্থী কলোনি গড়ে ওঠে এবং কলিকাতার নগরায়ণের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে। দেশভাগ কীভাবে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়কে প্রভাবিত করেছিল এবং কলিকাতার নগরায়ণের উপর এর কী প্রভাব পরেছিল এই শীর্ষক রচনা, এই বিষয়ের গবেষণাকে সমৃদ্ধ করবে।

শব্দসূচক: জনস্বাস্থ্য, পূর্ববঙ্গ, হিংসা, শরণার্থী, মনস্তত্ব

© 2022 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.10.00.08

জনস্বাস্থ্য ও রোগ নির্ধারণকারী কারণগুলি কী, তা এক বিতর্কের বিষয়। চিরাচরিত গ্রীক মত হল পরিবেশ সংক্রান্ত কারণগুলি রোগ ও জনস্বাস্থ্য নির্ধারনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বিজ্ঞান বিপ্লব তথা জীবাণু তত্ত্বের আবিষ্কার চিরাচরিত গ্রীক ভাবধারায় জোরে আঘাত করে। জীবাণু তত্ত্বের আবিষ্কারের পর পরিবেশ সংক্রান্ত তত্ত্বটি আগেকার গ্রহণযোগ্যতা হারায় এবং সাধারণভাবে মনে করা হতে থাকে জীবাণুই রোগের কারণ। ইউরোপে যখন জীবাণু তত্ত্বের জয়জয়কার তখন কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী বলে চলেছিলেন যে পরিবেশ সংক্রান্ত কারণই রোগ ও জনস্বাস্থ্য নির্ধারণ করে। এমনই একজন সমাজবিজ্ঞানী হলেন জন স্নো। কলেরার উপর তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে কলেরা রোগটি জলবাহিত কারণের জন্যই হয়।[১] স্নোর গবেষণা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে জনস্বাস্থ্য ও রোগ নির্ধারণকারী কারণ হিসাবে জীবাণু তত্ত্বের জয়জয়কারের যুগেও অন্য তত্ত্বগুলি, যেমন পরিবেশগত ইত্যাদি, নিজেদের গুরুত্ব সম্পূর্ণ হারায়নি।

সাম্প্রতিক কালে এই বিষয় নিয়ে যথেষ্টই গবেষণা হচ্ছে। রড্রিক. জে. লরেন্স মন্তব্য করেছেন, "urban health is influenced by four sets of hazards – (I) environmental risk factor, (II) economic risk factor, (III) technological risk factor and (IV) social risk factor."[২] অর্থাৎ লরেন্স জনস্বাস্থ্য ও রোগ নির্ধারণকারী কারণ হিসাবে বৃহত্তর পরিবেশগত, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং সামাজিক কারণের গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন। সাম্প্রতিক কালের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ গবেষক বিক্রমাদিত্য কুমার চৌধুরী যক্ষারোগ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে পরিবেশগত, রাজনৈতিক তথা বাস্তুসংস্থান সংক্রান্ত কারণগুলি জনস্বাস্থ্য ও রোগ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।[৩]

এই প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করবো কীভাবে বৃহত্তর রাজনৈতিক ঘটনা জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়কে প্রভাবিত করে। ক্ষেত্রচর্চা হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে ১৯৪৬ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে পূর্ববঙ্গ/ পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত মহিলা শরণার্থীদের মানসিক স্বাস্থের উপর দেশভাগের প্রভাব এই বিষয়টি। উক্ত সময়সীমাটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ১৯৪৬ এ নোয়াখালির দাঙ্গার পর পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীদের অভিপ্রায়ণ শুরু হয় এবং ১৯৫২ সালে দুই দেশের মধ্যে পাসপোর্ট ব্যাবস্থার সূচনার ফলে অভিপ্রায়ণের নতুন ধারা সূচিত হয়। আলোচনার সুবিধার্থে এই প্রবন্ধটিকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পর্বে আলোচিত হবে পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে শরণার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে। দ্বিতীয় পর্বে আলোচিত হবে মহিলা শরণার্থীদের ত্রাস ও মানসিক আঘাতের বিভিন্ন কারণ সম্বন্ধে এবং কীভাবে তা মহিলা শরণার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করেছিল সেই সম্পর্কে। অন্তিম পর্বে আলোচনা করা হবে কীভাবে দেশভাগের ফলে কলিকাতা ও তার লাগোয়া এলাকায় শরণার্থী কলোনি গড়ে ওঠে এবং

© 2022 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.10.00.08

কলিকাতার নগরায়ণের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে। দেশভাগ কীভাবে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়কে প্রভাবিত করেছিল এবং কলিকাতার নগরায়ণের উপর এর কী প্রভাব পরেছিল এই শীর্ষক রচনা, এই বিষয়ের গবেষণাকে সমৃদ্ধ করবে।

১

১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটে। কিন্তু বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার আনন্দকে তিক্ত করে তুলেছিল দেশভাগের অভিজ্ঞতা। ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে কলিকাতার দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারান। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়ময়নসিংহ, বরিশাল, পাবনা প্রভৃতি স্থানে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে যায়। ১৯৪৬-এর নোয়াখালির ভয়াবহ দাঙ্গার সময় থেকেই শরণার্থীরা দলে দলে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করতে থাকেন। ১৯৪৭ এর দেশভাগের পর শরণার্থী সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের মূলত দুটি প্রদেশ: পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে শরণার্থী সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছিল। কিন্তু এই দুই প্রদেশের শরণার্থী সমস্যার মধ্যে কিছু প্রকৃতিগত পার্থক্য ছিল। পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে দেশভাগের প্রায় পর পরই জনগণের আদান প্রদান ঘটে যায় এবং প্রায় এক বছরের মধ্যেই শরণার্থীদের পুনর্বাসনের সমস্যা মিটে যায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে শরণার্থীদের আগমন ঘটেছিল বিভিন্ন পর্যায়ে। প্রফুল্ল চক্রবর্তীর লেখা *The Marginal Men* গ্রন্থটিতে এই পর্যায়গুলি বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করা আছে।[৪] ১৯৪৬ থেকে ১৯৭০ এর মধ্যে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেন। একটি সমীক্ষা অনুযায়ী ১৯৪৬ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে ৫২,৮৩,৩২৪ জন শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছিলেন।[৫]

কেন্দ্রীয় সরকার পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে শরণার্থী সমস্যা মেটানোর জন্য যতটা তৎপর ছিল পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে সেইরকম তৎপরতা চোখে পড়ে না। জহরলাল নেহেরু পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী সমস্যাকে খানিকটা অবহেলার চোখে দেখেছিলেন। জয়া চ্যাটার্জী মন্তব্য করেছেন –

> "To justify his case, Nehru insisted that conditions in East Bengal did not constitute a grave danger to its Hindu minorities. Well after the Hindu exodus had begun, he remained adamant that it could be haltered and even reversed. All that was needed, according to Nehru, was for the government in Dacca to deploy well-conceived 'psychological measures' to restore confidence among the Hindu minorities."[৬]

© 2022 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore DOI:
http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.10.00.08

Volume X 2021-22
Journal *of* History
ISSN 2321-0834

অন্যদিকে রাজ্যসরকারের পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের মতো অবাস্তব চিন্তাভাবনা করা অসম্ভব ছিল। রাজ্যসরকার শরণার্থী সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করলেও কেন্দ্রের অসহযোগিতায় এবং পরিস্থিতির জটিলতার কারণে তা মেটাতে ব্যার্থ হয়। ফলে শরণার্থীদের একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

শিয়ালদহ রেল স্টেশানে শরণার্থীদের নরকীয় বেদনা ভোগ করতে হয়েছিল। ১৯৫০ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবর অনুযায়ী ১৭,০০০ শরণার্থী শিয়ালদহ রেল স্টেশানে ভীর করেছিল এবং একসাথে এত সংখ্যক মানুষ একটি স্থানে বসবাস করায় সেখানে বিভিন্ন রোগ বিশেষত কলেরার রাজত্ব কায়েম হয়।[৭] শিয়ালদহ রেল স্টেশান থেকে শরণার্থীদের এক অংশকে বিভিন্ন অস্থায়ী শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে জীবন ছিল আরো ভয়ানক। উধাহরণ হিসাবে রাণাঘাট কুপার ক্যাম্পের শরণার্থীদের সমস্যার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত *The Times of India* সংবাদপত্রের একটি প্রতিবেদনে উক্ত শিবিরের শরণার্থীদের সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে৷ এখানে বলা হয়েছে দীর্ঘদিন অনাহারে থাকার ফলে শিশুরা ধীরে ধীরে মৃত্যুপথযাত্রী হয়ে উঠছে। ১৯৫০ সালের শুধুমাত্র জুলাই মাসেই ৩০০ জন শিশুর মৃত্যু ঘটেছে। এই ক্যাম্পে নিমাই নামক এক শিশু, আসার দেড় মাসের মধ্যে আমাশা, পাঁচড়া, নেবা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়।[৮] শরণার্থীদের সংগ্রামের ফলে গড়ে উঠেছিল একাধিক কলোনি কিন্তু সেখানেও জীবন খুবএকটা সহজ ছিলনা। দেশভাগ ও দেশত্যাগের বেদনা মহিলাদের মনকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। কীভাবে দেশভাগ ও দেশত্যাগের অভিজ্ঞতা মহিলা শরণার্থীদের ত্রাস ও মানসিক আঘাতের কারণ হয় উঠেছিল তা এইবার আলোচিত হবে।

২

যেই পরিস্থিতিতে পূর্ববঙ্গ/ পূর্ব পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ পশ্চিমবঙ্গে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তা ছিল অত্যান্ত ভয়াবহ। দেশত্যাগের পূর্বের পরিস্থিতি এবং দেশত্যাগের প্রক্রিয়া পুরুষ ও মহিলা উভয়ের মধ্যেই ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *উদ্বাস্তু* নামক গ্রন্থটিতে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেনঃ-

"(পূর্ব পাকিস্তানে) হিন্দু মেয়েরা ঘাটে স্নান করতে গেলে সংখ্যাগরিষ্ট সম্প্রদায়ের লোক পাড়ে এসে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে বয়সে নবীন যুবক যেমন আছে, তেমন বয়সে প্রবীণ পৌঢ়ও আছে। দাঁড়িয়ে নাকি তারা ছড়া কেটে গান ধরে। এক পাড়ের লোক গায়ঃ

- পাক পাক পাকিস্তান,

আর অন্য পাড়ের লোক বলে,

© 2022 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.10.00.08

Volume X 2021-22
Journal *of* History
ISSN 2321-0834

- হিঁদুর ভাতার মুসলমান।

এই অদ্ভুত আচরণে যে মেয়েটি স্নান করতে জলে নেমেছে সে স্বভাবতই আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। নির্যাতনকারীদের মতে (মধ্যে) তার সেই আচরণ ভারি কৌতুকবোধ জাগায়। তারা হেসে কুটিকুটি হয়। এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে না। তারপর নাকি ঘাটের দিকে একজন পৌঢ় পুরুষ এগিয়ে এসে বলেঃ

- ও বিবি, বেলা যে বেড়ে চলল। আর দেরী কেন? এবার ঘরে চল।

সে কথা শুনে মেয়েটি ভয়ে আরও আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। আবার ওদিকে হাসির হুল্লোড় বয়ে যায়। তখন সেই পৌঢ় মানুষটি এক নবীন সঙ্গীকে উদ্দেশ করে বলেঃ

- ওরে, তোর চাচীর পায়ে বুঝি খিল ধরেছে। উঠতে কষ্ট হচ্ছে। হাত ধরে তুলে নিয়ে আয় না।”[৯]

ঘটনাটি নিঃসন্দেহভাবে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। ১৯৪৮ সালে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারে শ্রী শশিভূষণ দে, জানিয়েছিলেন যে নোয়াখালিতে থাকার সময় তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে আতঙ্কে দিন কাটাতে হত কারণ স্থানীয় মুসলমান পুরুষেরা তাঁকে সর্বক্ষণ হুমকি দিত যে তারা শশিভূষণ বাবুর তিন মেয়েকে জোর করে বিয়ে করে নেবে। ফলত অসহায় অবস্থায় শশিভূষণ বাবুকে সপরিবারে নোয়াখালি ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে হয়।[১০] দেশত্যাগের প্রক্রিয়াও ছিল অত্যান্ত ভয়াবহ। মহিলাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়েছিল। ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতন ছিল সাধারণ ঘটনা। বাড়ির মা বোনেদের দেখতে হয়েছিল তাঁদের প্রিয়জনদের মৃত্যু। দেশত্যাগের সময় অনেক মেয়েকেই অপহরণ করা হয়েছিল এবং চলেছিল যৌন নির্যাতন। এদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে অপহরণকারীকেই নিজের স্বামী বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গে আগমনের পর মহিলা শরণার্থীদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল একাধিক সমস্যার। একদিকে ছিল প্রিয় স্থান ত্যাগের বেদনা এবং অন্যদিকে ছিল বেঁচে থাকার লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার যন্ত্রণা। দেশত্যাগের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মায়া সাহার মতো অনেকেই ভিটে মাটি ত্যাগের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঠেছেন। মায়া সাহা ছিলেন একজন ধবুলিয়া ক্যাম্প বাসি। নিজের মুখে তিনি তাঁর বেদনার কথা বলেছেন। পূর্ববঙ্গে তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন পুত্রবধূ। তাঁর শ্বশুরমশাই ছিলেন একজন কৃষিজীবি। কিন্তু দাঙ্গা মায়া দেবীর কাছ থেকে সব ছিনিয়ে নেয়। বর্তমানে তাঁর পরিচয় যে তিনি একজন শরণার্থী।[১১]

© 2022 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.10.00.08

Volume X 2021-22
Journal *of* History
ISSN 2321-0834

এই প্রবন্ধের প্রথম পর্বের আলোচনায় দেখা গিয়েছে শিয়ালদহ রেল স্টেশান বা সরকারী অস্থায়ী শিবিরে শরণার্থীদের কী ধরনের নরকীয় বেদনা ভোগ করতে হয়েছিল। এই অবস্থায় বসবাস করাই ছিল ত্রাসের কারণ। সরজুবালা ঘট রাণাঘাট কুপার ক্যাম্পের একজন অধিবাসী হিসাবে নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন -

> "Oh! What a situation...Drinking water! Health care! Oh! What a miserable condition! Scarcity of water, lack of proper health care, and oh yes, irregular supply of ration made our lives unbearable. You know, in such a situation, many children died of dysentery in our camp. The dead bodies of children were sometimes buried, but very often were simply thrown away in the jungle for paucity of funds. The government used to pay only palpable amount of money for the cremation of a body. Oh! There were also hyenas around their camp. Usually the hyenas appeared after sunset and took away children from the tents or huts of the overcrowded refugee camp. While memorizing those days it appears like a nightmare to me..."[১২]

এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পাশা পাশি মহিলাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল যৌন নির্যাতনের।

ভারতীয় ধ্যান ধারণা অনুযায়ী নারীকে দেবী লক্ষ্মী বা অন্নপূর্ণার সঙ্গে তুলনা করা হয়। নিজের সংসার চালাতে অনেক মহিলাই বাধ্য হয়েছিলেন বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে। যিনি ছিলেন গৃহলক্ষ্মী এবং যার বিচরণ ক্ষেত্র ছিল বাড়ির অন্দরমহল তাকে বাধ্য হয়ে জনসমক্ষে বেরতে হয়েছিল এবং পুরুষদের সঙ্গে একসাথে কাজ করতে হয়েছিল। নিত্যদিনের অপমান, যৌন আক্রমণ ইত্যাদি নারীর মনকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। চরম দারিদ্রতার ফলে অনেক মহিলাই বাধ্য হয়েছিলেন বেশ্যাবৃত্তি করতে। বিমলা দাসের মতো মেয়েরা বাধ্য হয়েছিলেন বিড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে।[১৩] নতুন দেশে বেঁচে থাকার লড়াই কতটা কষ্টকর ছিল এবং জীবনসংগ্রাম কীভাবে মহিলাদের নিদারুণ মানসিক চাপের মুখে ফেলেছিল তা স্পষ্ট হয় সরস্বতীবালা পালের ঘটনা থেকে। সরস্বতীবালা পাল ছিলেন নদিয়ার গ্রীণবেল্ট কলোনি নিবাসী নন্দলাল পালের পত্নী। ৩০ মে ১৯৫৩ সালে সরস্বতীবালা দেবী আত্মঘাতী হতে বাধ্য হয়েছিলেন। উক্ত দিনটিতে ছিল ষষ্টি পূজা এবং সরস্বতীবালা দেবীর পরিবার বেশকিছু দিন ধরে অর্থের অভাবে অভুক্ত ছিল। ষষ্টি পূজা করা হয় সন্তানের মঙ্গল কামনা করে কিন্তু উক্ত দিনে সন্তানকে অভুক্ত রাখার বেদনা একজন মা সহ্য না করতে পেরে আত্মঘাতী হন।[১৪]

© 2022 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.10.00.08

শরণার্থীদের এই বেদনা প্রকাশ পেয়েছিল আন্দোলনের মাধ্যমে। কীভাবে শরণার্থীরা গড়ে তোলেন একের পর এক জবরদখল কলোনি তা আমরা এবার আলোচনা করব।

৩

সরকারি অবহেলার ফলে শরণার্থীরা বাধ্য হয়েছিল নিজেদের প্রচেষ্টায় বসতি স্থাপন করতে এবং এর ফলে গড়ে ওঠে একাধিক জবরদখল কলোনি। ১৯৪৯ সালে নিখিল বঙ্গ বাস্তুহারা কর্ম পরিষদের নেতৃত্বে দেশবন্ধুনগর কলোনি ও নৈহাটিতে বিজয়নগর কলোনি প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৫] এরপর কাঁচড়াপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় শহীদনগর কলোনি। পরবর্তী সময় দমদম থেকে কাঁচড়াপাড়ার মধ্যে বহু কলোনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যদিকে ১৭-ই জানুয়ারী ১৯৫০ সালে দক্ষিণ কলিকাতায় ইন্দুবরণ গাঙ্গুলির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় আজাদগড় কলোনি।[১৬] ওখান থেকেই নেতাজীনগর কলোনি প্রতিষ্ঠার ছক করা হয়। ২৩-এ জানুয়ারী ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় চিত্তরঞ্জন কলোনি।[১৭] ৩১-এ ডিসেম্বর ১৯৫০ এর মধ্যে স্থাপিত জবরদখল কলোনিগুলির মধ্যে যাদবপুর ও টালিগঞ্জ (বর্তমান) থানার আওতায় গড়ে ওঠে ৫৮ টি উপনিবেশ, যার মধ্যে ১২,৮৭৯ টি পরিবার ৬৪,৩৯৫ জন জনসংখ্যা নিয়ে ১০৭৩.২৬ একর জমিতে বসবাস শুরু করে।[১৮]

শরণার্থীদের আগমনের ফলে উল্লেখিত অঞ্চলগুলি টাউনে রূপান্তরিত হতে থাকে এবং এখানে গড়ে ওঠে এক নাগরিক সমাজ। শরণার্থীদের প্রচেষ্টায় রাস্তা-ঘাট নির্মিত হয় এবং পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষিত করার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ১৯৫১ সালে নেতাজীনগর কলোনিতে নেতাজীনগর বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কিছুদিনের মধ্যে এখানে আদর্শ বালিকা বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৯] কলোনিগুলিতে পদ্মাপাড়ের সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করেন সেখানকার ছিন্নমূল মানুষেরা এবং এর ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় একাধিক ক্লাব। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, হালতুতে সুরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত, দীনবন্ধু সেনগুপ্ত, দিলীপ চ্যাটার্জি প্রমুখের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় সুচেতা পল্লীশ্রী ক্লাব।[২০] পরে বিভাজিত পল্লীশ্রী ও শক্তি সংঘ পুনর্মিলিত হয়ে সুশীল ভট্টাচার্য ও সন্তোষ ঘোষালের উদ্যোগে ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মিলনায়তন ক্লাব নামে প্রতিষ্ঠিত হয়।[২১] পদ্মাপাড়ের এই সংস্কৃতি নিঃসন্দেহ ভাবে কলিকাতার সামাজিক জীবনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। যাই হোক কলিকাতা সংলগ্ন অঞ্চলে দ্রুত নগরায়ণের বিস্তার কলিকাতার সীমানা সম্প্রসারনের প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করে এবং ১৯৫৩ সালে টালিগঞ্জ ও ১৯৮৪ সালে যাদবপুর, বেহালা ও গার্ডেনরিচ কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। শুধু তাই নয় ১৯৬৬ সালে প্রশাসন ভাবতে বাধ্য হয় কীভাবে কলিকাতা সংলগ্ন এলাকাগুলির উন্নতি ঘটানো সম্ভব।[২২]

© 2022 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.10.00.08

দেশভাগের পর ক্যাম্পে শরণার্থীদের অত্যন্ত অমানবিক জীবন যাপন করতে হয়েছিল। কলোনিগুলিতে অতটা অমানবিক পরিবেশ না থাকলেও সেখানে বেশ কিছু সমস্যা ছিল। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত The Times of India সংবাদ পত্রের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল:-

> "Lakhs of East Bengal refugees, who have come over to West Bengal and erected hutments and set up colonies around Calcutta on their own initiative and without any Government help, have to fight appalling poverty on the one hand and epidemic disease on the other. Of all the problems, they have now to face, inadequacy of medical aid is the most pressing one. Thousands of refugees living in a colony are faced with epidemic diseases and death. There is not a single doctor to attend on them, nor [or] a single dispensary to supply medicine to the sick...The medical officer-in-charge of the squads in his latest report says that deficiency diseases such as night blindness, rickets, nutritional oedema are most prevalent in all the colonies. Besides, a large number of cases of dysentery, influenza, kala-azar, malaria, and typhoid are being treated by them [doctors] daily. He also says that he is getting five to six cases of tuberculosis daily and he apprehends that this number will go on rising if Government continues to remain indifferent to the problem of the refugees as they are now, and the public health of Bengal will in no time be at stake."[২৩]

উপরে উল্লেখিত প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট যে সরকারি উদাসিনতার ফলে এবং নূন্যতম নাগরিক সুযোগ – সুবিধার অভাবে কলোনিগুলি প্রাথমিক পর্বে ছিল বিভিন্ন রোগের আখড়া।

এইরকম অবস্থাতেও শরণার্থীদের মধ্যে সুস্থভাবে সুস্থ পরিবেশে বেঁচে থাকার আকাঙ্খা লক্ষণীয়। সরকারি সাহায্যের দিকে না তাকিয়ে তারা স্ব-উদ্যোগে সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হন। নিজেদের উদ্যোগে তাঁরা গড়ে তোলেন রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী ও পানীয় জলের কল। শরণার্থীরা যথেষ্ঠ সচেতন ছিলেন কলোনিগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের উপযোগী করে তোলার ব্যাপারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় হালতু অঞ্চলবাসীরা সুস্থ পরিবেশ পাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম চালিয়েছেন। তাঁরা গড়ে তুলেছেন হালতু জলাশয় সংরক্ষণ ও সংস্কার প্রস্তুতি কমিটি, কলোনি কমিটি, নাগরিক কমিটি ইত্যাদি।[২৪] নেতাজীনগরের অধিবাসিরা

© 2022 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.10.00.08

কলোনি পরিষ্কার রাখার এক অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তাঁরা এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন এবং এর ফলে অধিবাসিরা নিজেদের ওয়ার্ডকে সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্মত বানানোর কাজে লেগে যান। মোট ১৯৬ হাজার বর্গফুট জায়গা পরিষ্কার করা হয় এবং প্রায় ২০০ জন এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রায় সাত হাজার টাকার কাজ করেছিলেন।[২৫] এছারা সুস্থ থাকার জন্য বিভিন্ন ক্লাবগুলিতে নিয়মিতভাবে শরীরচর্চা ও খেলাধূলা করা হত।

উপসংহারে বলা যায় দেশভাগ এবং তার সাথে সংযুক্ত ঘটনাবলি নিঃসন্দেহ ভাবে জনস্বাস্থ্যের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে। কলিকাতা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়ময়নসিংহ, বরিশাল, পাবনা প্রভৃতি স্থানে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে বহু মানুষ আহত হয় এবং প্রাণ হারায়। এই প্রবন্ধে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে কীভাবে শরণার্থীদের আগমনের ফলে শিয়ালদহ রেল স্টেশান বা সরকারী অস্থায়ী শিবিরগুলি কলেরা, ম্যালেরিয়া, কালা জ্বর, বসন্ত প্রভৃতি মারণ রোগের বিচরণ-ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন কীভাবে শরণার্থীদের আগমন ও বৃহত্তর কিছু ঘটনা যেমন পানীয়জল ও পয়ঃপ্রণালী সংক্রান্ত সঙ্কট কলিকাতার বৃহত্তর জনস্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। ৩-রা জানুয়ারী থেকে ৮-ই মে ১৯৪৮ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত এলাকায় কলেরা রোগে ১৩২৬ জন ও বসন্ত রোগে ৪৮৬১ জন মারা যন।[২৬] দেশভাগের অভিঘাত মানসিক স্বাস্থ্যকেও চরম ভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে কীভাবে দেশভাগ ও দেশত্যাগের অভিজ্ঞতা মহিলা শরণার্থীদের ত্রাস ও মানসিক আঘাতের কারণ হয়ে উঠেছিল। দেশত্যাগের প্রেক্ষাপট ও প্রক্রিয়া ছিল অত্যান্ত ভয়ঙ্কর। যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ, আপনজনকে হারানোর বেদনা, ভিটে মাটি, আত্মীয়-সজন ও বন্ধু-বান্ধবকে ত্যাগের কষ্ট মহিলা শরণার্থীদের মনকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করার পর শুরু হল বেঁচে থাকার এক নতুন সংগ্রাম। শিয়ালদহ স্টেশান, সরকারী অস্থায়ী শিবির এবং কলোনিগুলির জীবনযাত্রার ভয়াবহতা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের মনেই ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। চরম মানসিক অবসাদে অনেকে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু প্রতিকূলতা এড়িয়ে শরণার্থীরা গড়ে তুলেছিল তাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এমন এক জীবন যেখানে তারা মানুষের মত মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবে। এখানেই তাদের সংগ্রামের সার্থকতা।

সূত্রনির্দেশ

1. For details see, Mark Harrison, *Public Health in British India: Anglo-Indian Preventive Medicine, 1859-1914*, New Delhi: Cambridge University Press, 1994, p. 99.
2. Roderick J. Lawrence, 'Health Determinants in Urban Areas: Combined Effect of Social, Spatial and Temporal Dimensions', in Harold J. Cook, (ed.) et al., *History*

© 2022 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.10.00.08

of the Social Determinants of Health: Histories, Contemporary Debates, Hyderabad: Orient Blackswan Pvt. Ltd., 2009, p. 152.

3. Bikramaditya Kumar Choudhary, 'Health, Illness and Disease: A Political Ecology Perspective' in *Economic and Political Weekly,* VoL- XLIX, No- 45, November 8, 2014.
4. For details see, Prafulla K. Chakrabarti, *The Marginal Men: The Refugee and the Left Political Syndrome in West Bengal*, West Bengal: Lumiere Books, 1990, pp. 1-5.
5. তদেব., পৃ. ৪৬৪।
6. Joya Chatterji, 'Dispersal and the Failure of Rehabilitation: Refugee Camp-dwellers and Squatters in West Bengal', *Modern Asian Studies* 41: 05 (September: 2007), 995- 1032 doi: 10.1017/S0026749X07002831, p. 1000.
7. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ জুলাই, ১৯৫০, পৃ. ৫।
8. *The Times of India*, 9 August, 1950, p. 1.
9. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উদ্বাস্তু*, কলিকাতা *:* শিশু সাহিত্য সংসদ*,* ১৯৭০*,* পৃ.১৫-১৬।
10. অমৃতবাজার পত্রিকা, ৮ অক্টোবর, ১৯৪৮।
11. Anusua Basu Ray Chaudhury, 'Living another Life: Un-Homed in the Camps', in Anusua Basu Roy Chaudhury and Ishita Dey, *Citizens, Non-Citizens, and in the Camps Live*, Kolkata: Mahanirban Calcutta Research Group, 2009, p. 18.
12. তদেব., পৃ. ১৬-১৭।
13. তদেব., পৃ. ১৯।
14. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩ জুন, ১৯৫৩।
15. Prafulla K. Chakrabarti, *op.cit.,* 64.
16. Bhaskar Chakrabarty, 'The Refugees, 'Self Settlement' and the Politics of Neighbourhood: Calcutta, 1947-1950', *The Calcutta Historical Journal: New Series*, vol. XXX, nos. 1-2, January-December, 2014, 126.
17. তদেব।
18. শ্রীমান চক্রবর্তী ও অদিতি সিংহ*,* সম্পা*.,* যো হুজুর থেকে মাঠপুকুর*:* কলোনী থেকে কনভেনশন *(*উদ্বাস্ত হালতুর ময়নাতদন্ত*),* কলিকাতা *:* মুক্তমন*,* ২০০৯, ১৪।
19. Manas Ray, 'Growing Up Refugee: On Memory and Locality', *Indian International Centre Quarterly: The Everyday The Familiar and THE BIZARRE,* vol. 28, nos., 2, Summer, 2001, 124.
20. শ্রীমান চক্রবর্তী ও অদিতি সিংহ, *প্রাগুক্ত,* ১৭।

© 2022 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.10.00.08

21. *তদেব*।
22. ১৯৬৬ সালে কলিকাতা মেট্রোপলিটন ডিস্ট্রিক্ট (Calcutta Metropolitan District) গঠিত হয় ও কলিকাতা ও তার সংলগ্ন অঞ্চলের উন্নতির জন্য Basic Development Plan নেওয়া হয়।
23. "Epidemics In Refugee Colonies In Calcutta: DALMIA RELIEF COMMITTEE'S HUMANE WORK", *The Times of India,* 16 June, 1950, 7. At: http://search.proquest.com/docview/517103590?accountid=137364 (Last accessed January 10, 2023; 6:38 pm)
24. শ্রীমান চক্রবর্ত্তী ও অদিতি সিংহ, *প্রাগুক্ত*, ৩১।
25. আনন্দবাজার পত্রিকা, নভেম্বর ১৯, ১৯৫২।
26. Sekhar Bandhopadhyay, *Decolonization in South Asia: Meanings of Freedom in Post-Independence West Bengal, 1947-52,* London: Rutledge, 2009, p. 31.

© 2022 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.10.00.08